আয়াতে নূরের গোপন রহস্য ও রুহানি জাগরণ

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

আয়াতে নূরের গোপন রহস্য ও রুহানি জাগরণ

ভূমিকা:

আপনি কি কখনো গভীর রাতে একাকী তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন যে আপনার ঠিক পেছনেই কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে, অথচ ঘরে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই? সেই অদৃশ্য উপস্থিতি কি আপনার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের শীতল স্রোত নামিয়ে দিয়েছে নাকি এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে আপনার চোখ ভিজে গেছে?

আমরা যাকে অন্ধকার বলি, তা আসলে কেবল আলোর অভাব নয় বরং তা এমন এক জগত যেখানে অদৃশ্য শক্তিসমূহ আমাদের আত্মাকে গ্রাস করতে ওঁত পেতে থাকে।কিন্তু কুরআনের বুকে এমন একটি আয়াত আছে, যার একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলে সেই গাঢ় অন্ধকার চিরে আসমান থেকে নূরের ফোয়ারা নেমে আসে এবং শয়তানি শক্তিরা ভয়ে কম্পমান হয়ে পালিয়ে যায়।

আজ আমরা সেই গোপন আয়াতের রাজতেলওয়াত এবং তার আধ্যাত্মিক সাধনার গহীনে প্রবেশ করব, যা আপনার রুহানি জগতকে চিরতরে বদলে দেবে।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।আধ্যাত্মিকতার এই গহীন সফরে আপনাদের স্বাগতম।আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক ও আমিল-এ-কামিল।আজ আমি আপনাদের নিয়ে যাব সূরা নূরের সেই অলৌকিক জগতে, যেখানে আত্মার জাগরণ ঘটে এবং মানুষ মাটির তৈরি হয়েও নূরের ফেরেশতাদের মতো পবিত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়।

অধ্যায় ১: অন্ধকারের মায়াজাল ও কালবের মৃত্যু

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে নূরের অধিকারী হলেও, আমাদের পাপ এবং দুনিয়ার মোহ সেই নূরকে ঢেকে ফেলে এক গভীর কালো পর্দায় আবৃত করে দেয়।যখন মানুষের কালব বা হৃদপিণ্ড কালো দাগে ভরে যায়, তখন সে আর সত্য মিথ্যা বা ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারে না এবং শয়তান তাকে খুব সহজেই পুতুলের মতো নাচাতে শুরু করে।আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন, ইবাদতে আপনার মন বসে না বা অকারণে বুকের ভেতর এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করে যা কোনো ওষুধেই সারে না।এর মূল কারণ হলো আপনার রুহ বা আত্মা ক্ষুধার্ত এবং সে ছটফট করছে সেই আদি নূরের সংযোগ পাওয়ার জন্য যা সে হারিয়ে ফেলেছে।ঠিক যেমন একটি মাছ পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না,

তেমনি আমাদের আত্মাও আল্লাহর নূর ছাড়া মৃতপ্রায় হয়ে যায় এবং এই মৃত আত্মাকেই জিন ও শয়তান তাদের বাসা বানায়।এই অধ্যায়ে আমরা জানলাম যে আমাদের প্রথম শত্রুবাইরের কেউ নয়, বরং আমাদের নিজেদের ভেতরের জমে থাকা এই গাঢ় অন্ধকার।

অধ্যায় ২: আয়াতে নূরের অলৌকিক পরিচয়

সূরা নূরের ৩৫ নম্বর আয়াত, যা 'আয়াতে নূর' নামে পরিচিত, এটি কেবল কুরআনের একটি আয়াত নয় বরং এটি আসমান ও জমিনকে আলোকিত করার এক গোপন চাবিকাঠি।আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে নিজের পরিচয় দিয়েছেন নূর হিসেবে এবং মুমিনের হৃদয়ের সেই নূরকে তিনি একটি কাঁচের চিরাগদানির সাথে তুলনা করেছেন যা নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল।যখন কোনো সাধক এই আয়াতের গভীরে প্রবেশ করেন, তখন তার কাছে মহাবিশ্বের গোপন রহস্যগুলো এমনভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় যেমন দিনের আলোতে আমরা সবকিছু দেখতে পাই।হাজার বছর ধরে বড় বড় বুজুর্গানে দ্বীন এবং কামেল আমিলগণ এই একটি আয়াতের মাধ্যমেই তাদের রুহানি শক্তি অর্জন করেছেন এবং মানুষের সেবা করেছেন।এই আয়াতের প্রতিটি অক্ষরের সাথে হাজারো ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন যারা পাঠকারীকে সর্বক্ষণ নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘিরে রাখেন।এই আয়াতের ক্ষমতা এতটাই প্রবল যে, সঠিক নিয়মে পাঠ

করলে পাথরের মতো শক্ত হৃদয়ও মোমের মতো গলে আল্লাহর প্রেমে অশ্রুসিক্ত হতে বাধ্য হয়।

অধ্যায় ৩: সাধনার পূর্বপ্রস্তুতি ও পবিত্রতা

যেকোনো বড় কিছু অর্জন করতে হলে যেমন বড় ত্যাগের প্রয়োজন হয়, তেমনি আয়াতে নূরের এই সাধনা শুরু করার আগেও আপনাকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করতে হবে।এই সাধনার প্রথম শর্ত হলো শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা, তাই আপনাকে সর্বদাই ওজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং হারাম খাদ্য ও মিথ্যা কথা থেকে জিহ্বাকে সম্পূর্ণ বিরত রাখতে হবে।সাধনার স্থানটি হতে হবে নির্জন এবং পবিত্র, যেখানে বাইরের কোনো কোলাহল পৌঁছাবে না এবং সেই ঘরে অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।ঘরের কোণে সুগন্ধি বা আগরবাতি জ্বালিয়ে পরিবেশকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন মনে হয় আপনি জান্নাতের কোনো বাগানে বসে আছেন।পোশাক হতে হবে ঢিলেঢালা, সাদা এবং সুগন্ধিযুক্ত, কারণ ফেরেশতারা সুগন্ধি এবং পবিত্রতা পছন্দ করেন।মনে রাখবেন, আপনি এমন এক শক্তির আবাহন করতে যাচ্ছেন যা অপবিত্র পাত্রে কখনোই ধারণ করা সম্ভব নয়, তাই নিজের শরীর ও মনকে কাঁচের মতো স্বচ্ছ করে তোলাই হলো এই ধাপের মূল কাজ।

অধ্যায় ৪: নির্জনতার ভয়াবহতা ও পরীক্ষা

সাধনা শুরু করার পর প্রথম কয়েকদিন আপনি এক অদ্ভুত এবং লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারেন যা দুর্বল চিত্তের মানুষের জন্য ভয়ংকর হতে পারে।গভীর রাতে যখন আপনি জিকিরে মগ্ন থাকবেন, তখন আপনার মনে হতে পারে ঘরের কোণ থেকে কেউ আপনাকে দেখছে বা আপনার চারপাশের ছায়াগুলো জীবন্ত হয়ে নড়াচড়া করছে।

এগুলো আসলে কোনো ভূত বা প্রেত নয়, বরং আপনার নিজের ভেতরের জমে থাকা নেতিবাচক শক্তি বা 'হামজাদ' যা এই নূরের আগমনে অস্থির হয়ে আপনাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে।অনেক সময় কানে বিকট শব্দ বা ফিসফিসানি শোনা যেতে পারে, কিন্তু আমিল হিসেবে আপনাকে পাথরের মতো স্থির থাকতে হবে এবং কোনোভাবেই ভয় পাওয়া চলবে না।

মনে রাখবেন, এই ভয় হলো সেই চূড়ান্ত পরীক্ষার অংশ যা পার করলেই আপনি নূরের মহাসাগরে ডুব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন।যারা এই ধাপে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়, তারা কখনোই রুহানি জগতের উচ্চশিখরে পৌঁছাতে পারে না, তাই সাহস ও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলই এখানে আপনার একমাত্র হাতিয়ার।

অধ্যায় ৫: আয়াতে নূরের মূল সাধনা (নিয়মাবলি)

এই সাধনাটি করার জন্য আপনাকে চন্দ্র মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত বা জুম্মাবার রাতকে বেছে নিতে হবে এবং এটি একনাগাড়ে ২১ বা ৪১ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে।রাত ১২টার পর গোসল করে, সাদা কাপড় পরে, কাবার দিকে মুখ করে আতর মেখে জায়নামাজে বসবেন এবং প্রথমে ১১ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন।এরপর পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সূরা নূরের ৩৫ নম্বর আয়াত অর্থাৎ 'আয়াতে নূর' ৩১৩ বার পাঠ করবেন এবং প্রতি ১০০ বার পড়ার পর আল্লাহর কাছে আপনার কালব বা হৃদয় আলোকিত করার জন্য মনে মনে দোয়া করবেন।পাঠ করার সময় চোখ বন্ধ রাখবেন এবং কল্পনা করবেন যে আসমান থেকে একটি তীব্র সাদা জ্যোতির ধারা আপনার মাথায় প্রবেশ করে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।৩১৩ বার পাঠ শেষ হলে আবার ১১ বার দুরুদ শরীফ পড়ে সাধনা শেষ করবেন এবং কারো সাথে কথা না বলে সরাসরি ঘুমিয়ে পড়বেন।এই আমল চলাকালীন সময়ে পেঁয়াজ, রসুন বা তীব্র গন্ধযুক্ত খাবার পরিহার করবেন এবং যথাসম্ভব কম কথা বলার চেষ্টা করবেন।

অধ্যায় ৬: স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ইঙ্গিত

সাধনার মাঝপথে অর্থাৎ ৭ বা ১১ দিন পার হওয়ার পর আপনি অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন যা সাধারণ স্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশি

জীবন্ত ও রঙিন হবে।স্বপ্নে আপনি হয়তো দেখবেন যে আপনি আকাশে উড়ছেন, বা বিশাল কোনো সাদা প্রাসাদে প্রবেশ করছেন, অথবা কোনো বুজুর্গ ব্যক্তি আপনাকে সাদা পোশাক বা কোনো বস্তু উপহার দিচ্ছেন।এই স্বপ্নগুলো হলো সুসংবাদ যে আপনার আমল কবুল হচ্ছে এবং আপনার রুহানি জগত জাগ্রত হতে শুরু করেছে।কখনো কখনো স্বপ্নে আপনি ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার ইঙ্গিত পেতে পারেন বা আপনার কোনো কঠিন সমস্যার সমাধান স্বপ্নেই পেয়ে যাবেন।এই স্বপ্নগুলো কখনোই অযোগ্য বা অবিশ্বাসীদের কাছে প্রকাশ করবেন না, কারণ এতে আপনার সাধনার ক্ষতি হতে পারে বা নজর লেগে যেতে পারে।এই ধাপটি হলো সাধকের জন্য এক বড় আনন্দের সময়, কারণ সে বুঝতে পারে যে তার রব তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

অধ্যায় ৭: নূরের তাজাল্লী ও কালবের কম্পন

যখন আপনার সাধনা পূর্ণতার দিকে যাবে, তখন আপনি ইবাদতের সময় বুকের বাম পাশে এক ধরনের মৃদু কম্পন বা তাপ অনুভব করবেন যা আপনাকে এক অনাবিল প্রশান্তি দেবে।একে বলা হয় 'তাজাল্লী' বা আল্লাহর নূরের বিচ্ছুরণ, যা আপনার মৃত কালবকে জিন্দা বা জীবিত করে তুলছে।এই সময় আপনার চোখের দৃষ্টিতে এক ধরনের পরিবর্তন আসবে, আপনি মানুষের মুখের দিকে তাকালেই তাদের ভেতরের অবস্থা

বা তাদের নিয়ত সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারবেন।আপনার কথার প্রভাব বেড়ে যাবে এবং মানুষ আপনার সান্নিধ্যে আসলে এক ধরনের শান্তি অনুভব করবে যা তারা আগে কখনো পায়নি।এই স্তরে পৌঁছানোর পর আপনার কাছে দুনিয়ার চাকচিক্য তুচ্ছ মনে হবে এবং মহান আল্লাহর প্রেমে আপনি সবসময় বিভোর থাকবেন।এটি এমন এক অনুভূতি যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, কেবল যিনি অনুভব করেছেন তিনিই এর স্বাদ জানেন।

অধ্যায় ৮: জ্বিন ও শয়তানের পলায়ন

একজন আমিল যখন আয়াতে নূরের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তার শরীর থেকে এক বিশেষ ধরনের রুহানি তেজ নির্গত হতে থাকে যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না।এই তেজের কারণে দুষ্ট জ্বিন বা শয়তানি শক্তি সেই ব্যক্তির ধারের কাছেও ঘেঁষতে পারে না এবং তারা বহুদূরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।যদি এমন কোনো ব্যক্তি কোনো জাদুকৃত বা জ্বিনগ্রস্ত রোগীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান বা কেবল আয়াতে নূর পড়ে ফুঁ দেন, তবে সেই রোগী আগুনের মতো জ্বালাপোড়া অনুভব করে এবং জ্বিন তার শরীর ছেড়ে পালাতে চায়।এই সাধনার মাধ্যমে আপনি কেবল নিজের আত্মরক্ষাই করবেন না, বরং সমাজের অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষকেও আল্লাহর হুকুমে সাহায্য করতে পারবেন।মনে রাখবেন, এই ক্ষমতা

আপনার নিজস্ব নয়, এটি আল্লাহর দান, তাই কখনোই অহংকারকে প্রশ্রয় দেবেন না।অহংকার আসা মাত্রই এই নূর আপনার থেকে বিদায় নেবে এবং আপনি আবার অন্ধকারে পতিত হবেন।

অধ্যায় ৯: নূরের মোরাকাবা ও দিব্যদৃষ্টি

সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনাকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে 'মোরাকাবা' বা গভীর ধ্যানে বসতে হবে, যেখানে আপনি আয়াতে নূরের অর্থের দিকে মনোনিবেশ করবেন।এই মোরাকাবার মাধ্যমে আপনার 'কাশফ' বা দিব্যদৃষ্টি খুলে যেতে পারে, যার ফলে আপনি দেওয়ালের ওপাশের জিনিস বা দূরের কোনো ঘটনা মনের চোখে দেখতে পাবেন।তবে সাবধান, এই ক্ষমতা পাওয়ার পর কখনোই তা অনর্থক বা লোক দেখানোর জন্য ব্যবহার করবেন না,

কারণ এটি আমানত।মোরাকাবার গভীরে ডুব দিলে আপনি অনুভব করবেন যে আপনার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে এবং কেবল মহান আল্লাহর নূরের অস্তিত্বই বাকি আছে।এই স্তরে সাধক 'ফানা ফিল্লাহ' বা আল্লাহর সত্তায় লীন হওয়ার স্বাদ আস্বাদন করেন।এটি আধ্যাত্মিক জগতের অত্যন্ত উচ্চ মাকাম, যেখানে পৌঁছালে মানুষের দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়।

অধ্যায় ১০: নূরের সংরক্ষণ ও শেষ নসিহত

সাধনা শেষ হয়ে গেলেও এই অর্জিত নূরকে ধরে রাখা বা সংরক্ষণ করা সাধনার চেয়েও কঠিন একটি কাজ।একটি প্রদীপ জ্বালানো সহজ, কিন্তু ঝড়ের বাতাসে সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা অনেক কঠিন, তেমনি পাপ কাজ ও দুনিয়াবি লোভ এই নূরকে নিভিয়ে দিতে পারে।প্রতিদিন অন্তত একবার আয়াতে নূর পাঠ করা এবং তাহাজ্জুদের নামাজ নিয়মিত আদায় করা এই নূরকে উজ্জ্বল রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি।চোখের গুনাহ থেকে নিজেকে কঠোরভাবে বাঁচাতে হবে, কারণ চোখ হলো কালবের জানালা, আর এই জানালা দিয়ে পাপ প্রবেশ করলে কালবের নূর কালো হয়ে যায়। আমার শেষ নসিহত হলো, এই শক্তিকে সর্বদা মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করবেন এবং নিজেকে সবসময় আল্লাহর একজন নগণ্য গোলাম মনে করবেন।আপনি যত বেশি বিনয়ী হবেন, আল্লাহ আপনার মর্যাদা এবং রুহানি শক্তি তত বেশি বাড়িয়ে দেবেন।

শিক্ষণীয় উপসংহার:

আজ আমরা জানলাম, আয়াতে নূর কেবল একটি আয়াত নয়, এটি মানুষের আত্মাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার এক মহাকাশযান।দুনিয়ার জীবনে আমরা অনেক কিছু পাওয়ার পেছনে ছুটি,

কিন্তু নিজের আত্মার খবর রাখি না, অথচ মৃত্যুর পর এই আলোকিত আত্মাই হবে আমাদের একমাত্র সঙ্গী।আমি, হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি—আসুন, আমরা আমাদের অন্তরকে কুরআনের নূরে আলোকিত করি এবং একটি পবিত্র জীবন গড়ে তুলি। মনে রাখবেন, আল্লাহ নূরের ভাণ্ডার নিয়ে অপেক্ষা করছেন, প্রয়োজন শুধু আমাদের চাওয়ার এবং সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার।

মেগাক্লাস প্রমোশন (বিজ্ঞাপন)

প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা আধ্যাত্মিক জগত, আমল এবং রুহানি চিকিৎসা সম্পর্কে আরও গভীরে জানতে চান, তাদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি একটি বিশেষ "স্পিরিচুয়াল মাস্টারি মেগাক্লাস" ।নিচে দেওয়া ১২টি বিষয়ের ওপর আমাদের বিস্তারিত ক্লাস ও প্রশিক্ষণ রয়েছে, যা আপনাকে একজন দক্ষ আমিল হতে সাহায্য করবে:

১. আয়াতে নূরের ১০টি গোপন ব্যবহার: জীবনকে আলোকিত করার ব্যবহারিক আমল।

২. কালব বা হৃদয় পরিষ্কার করার মেথড: কীভাবে অন্তরের কালো দাগ দূর করে নূর প্রবেশ করাবেন।

৩. চেহারায় নূরের চমক বৃদ্ধি: আমল ও রিয়াজতের মাধ্যমে চেহারায় লাবণ্য ও তেজ আনার উপায়।

৪. নূরের স্ক্যানিং পদ্ধতি: চোখের দৃষ্টি দিয়ে কোনো মানুষের ভেতরের অবস্থা বা রোগ নির্ণয় করা।

৫. স্বপ্নে নূরের ফেরেশতা দর্শন: পবিত্র সত্তাদের সাথে স্বপ্নের মাধ্যমে যোগাযোগের বিশেষ আমল।

৬. নূরের হিলিং পাওয়ার: হাতের স্পর্শ বা ফুঁ দিয়ে ব্যথানাশক ও রোগ সারানোর রুহানি চিকিৎসা।

৭. আয়াতে নূরের রক্ষা কবচ: নিজেকে নূরের বৃত্তে বা হেসারে আবদ্ধ করে সব বিপদ থেকে বাঁচার কৌশল।

৮. কাশফ বা দিব্যদৃষ্টির প্রাথমিক পাঠ: কীভাবে মনের চোখ বা তৃতীয় নয়ন (Third Eye) ইসলামিক পন্থায় খুলবেন।

৯. ঘর থেকে অন্ধকার দূরীকরণ: আয়াতে নূর দিয়ে ঘরের অশান্তি ও নেতিবাচক শক্তি তাড়ানোর নিয়ম।

১০. নূরের মোরাকাবা প্র্যাকটিস: ধ্যানের মাধ্যমে আল্লাহর নূরের সাগরে ডুব দেওয়ার লাইভ প্র্যাকটিস।

১১. শত্রুর জবান ও হিংসা বন্ধ: নূরের প্রভাবে শত্রুকে বন্ধু বা নির্বাক বানানোর পরীক্ষিত তদবির।

১২. নূরের আমিল হওয়ার শেষ ধাপ: এই শক্তি ধরে রাখা এবং আজীবন ব্যবহার করার গোপনীয় নসিহত।

এই মেগাক্লাসে যুক্ত হতে এবং নিজেকে একজন শক্তিশালী রুহানি ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নূরে আলোকিত করুন।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন।জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732